উন্নয়ন সেবা সংগঠন SDS

এসডিএস বার্তা

প্রকাশকাল: মার্চ ২০২৬

সংখ্যা-০২

রাবেয়া বেগম,
নির্বাহী পরিচালক, এসডিএস।

নির্বাহী পরিচালকের বার্তা

এসডিএস (শরীয়তপুর ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি)-এর চলমান কার্যক্রমের প্রথম ত্রৈমাসিক (জানুয়ারী-মার্চ ২০২৬) পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, প্রতিষ্ঠানটি তার ভিশন ও মিশনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে একটি সহনশীল, অন্তর্ভুক্তিমূলক, মানবিক ও টেকসই সমাজ বিনির্মাণে গুরুত্বপূর্ন অবদান রেখে চলেছে। জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা, দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস, শিশু ও তরুণদের ক্ষমতায়ন, নারীর অধিকার ও জেন্ডার সমতা প্রতিষ্ঠা, মানবপাচার প্রতিরোধ, এবং ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর সুরক্ষা ও পুনর্বাসনে এসডিএস এর বহুমাত্রিক উদ্যোগ উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে।

বিশেষত, শিশু-কিশোর ও তরুণদের নেতৃত্ব বিকাশ, জলবায়ু সচেতনতা বৃদ্ধি এবং কমিউনিটি-ভিত্তিক উদ্যোগ বাস্তবায়নের মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে ইতিবাচক পরিবর্তনের ভিত্তি সুদৃঢ় হয়েছে। একই সঙ্গে, টেকসই জীবিকায়ন, সবুজ প্রযুক্তির ব্যবহার সম্প্রসারণ, দক্ষতা উন্নয়ন এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক পুনর্বাসন কার্যক্রম প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আত্মনির্ভরশীলতা বৃদ্ধিতে কার্যকর ভূমিকা রাখছে।

এছাড়া, আন্তর্জাতিক ও জাতীয় বিভিন্ন দিবস উদযাপন, জনসচেতনতামূলক কর্মসূচি, গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের কার্যকর ব্যবহার এবং 'গার্লস নট ব্রাইড বাংলাদেশ' (জিএনবি) নেটওয়ার্কের মাধ্যমে পরিচালিত অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম নীতি-নির্ধারক, সুশীল সমাজ ও সাধারণ জনগণের মধ্যে সামাজিক বিভিন্ন ইস্যু সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়েছে। বিশেষ করে, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ, নারীর ক্ষমতায়ন এবং সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় এসব উদ্যোগ ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে।

এসডিএস এর এই অগ্রযাত্রায় সরকারি প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় সরকার, উন্নয়ন সহযোগী, সুশীল সমাজ, কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ এবং সাধারণ জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করেছে। তবে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব, সামাজিক কুসংস্কার, অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতা এবং বৈশ্বিক অনিশ্চয়তা এখনও উন্নয়ন কার্যক্রমের জন্য উল্লেখযোগ্য চ্যালেঞ্জ হিসেবে রয়ে গেছে। এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সমন্বিত উদ্যোগ, উদ্ভাবনী চিন্তাভাবনা, অংশীদারিত্বমূলক পরিকল্পনা এবং দীর্ঘমেয়াদি সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা প্রয়োজন।

অ্যাওয়ার্ডেড প্রকল্পসমূহ

CLIMATE (Barnfonden) Project

এসডিএস (শরীয়তপুর ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি) ২০২৬-২০২৮ মেয়াদে Children & Youth Leading Inclusive Movements for Adaptation, Transformation & Environmental Resilience (CLIMATE) শীর্ষক একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হলো শিশু, কিশোর-কিশোরী, তরুণ এবং তাদের সম্প্রদায়কে জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবিলা, পরিবেশ সংরক্ষণ এবং টেকসই উন্নয়নের জন্য জ্ঞান, দক্ষতা ও সক্ষমতা প্রদান করা। যাতে তারা নিজেরাই ঝুঁকি হ্রাস ও সহনশীলতা বৃদ্ধিতে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। প্রকল্পের নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ হলো:

১) বিভিন্ন শিশু, কিশোর-কিশোরী, তরুণ এবং সিভিল সোসাইটি সংগঠনগুলোর মধ্যে জলবায়ু পরিবর্তন, জীববৈচিত্র্য ও পরিবেশ বিষয়ে মানসম্মত জ্ঞান বৃদ্ধি করা।

২) শিশু ও তরুণদের নেতৃত্বে অন্তর্ভুক্তিমূলক, অধিকারভিত্তিক জলবায়ু ও পরিবেশ বিষয়ক অ্যাডভোকেসি জোরদার করা এবং কমিউনিটি ভিত্তিক, শিশু কেন্দ্রিক অভিযোজন ও দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস (DRR) ব্যবস্থা শক্তিশালী করা।

৩) কমিউনিটিগুলোকে জলবায়ু সহনশীলতা ও প্রস্তুতি বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্লাইমেট-স্মার্ট জীবিকা, সবুজ দক্ষতা এবং অগ্রিম অভিযোজনমূলক কার্যক্রম গ্রহণে সহায়তা করা। প্রকল্পটি শরীয়তপুর জেলার জাজিরা ও নড়িয়া উপজেলার মোট ৫টি ইউনিয়নে বাস্তবায়িত হচ্ছে এবং প্রায় ৬,০৫০ জন উপকারভোগীকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। যার মধ্যে শিশু, কিশোর-কিশোরী, যুবক-যুবতী, শিক্ষক, কমিউনিটি লিডার এবং সরকারি প্রতিনিধিরা রয়েছেন। এই উদ্যোগের মাধ্যমে একটি সচেতন, সক্ষম এবং সহনশীল সমাজ গড়ে তোলার পথে SDS গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

Sustainable Microenterprise and Resilient Transformation (SMART) Project

০২ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬ ইং তারিখ পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন এবং এসডিএস (শরীয়তপুর ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি) এর মধ্যে Sustainable Microenterprise and Resilient Transformation (SMART) এর অধীনে Adopting technologies and practices for resilient green growth in Fisheries sub-sector উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়।

সমঝোতা স্মারক মোতাবেক প্রকল্পটি শরীয়তপুর জেলার ৫টি উপজেলায় (সদর, ভেদরগঞ্জ, গোসাইরহাট, ডামুড্যা এবং নড়িয়া) বাস্তবায়িত হবে। প্রকল্পটির বাস্তবায়ন সময়সীমা/কাল হবে ৩০ জুন ২০২৮ সাল পর্যন্ত (২ বছর ৬ মাস)।

উক্ত উপ-প্রকল্পের উদ্দেশ্য সমূহ হলো-

- মৎস্যচাষে সম্পদ সাশ্রয়ী ও পরিচ্ছন্ন উৎপাদন পদ্ধতি গ্রহনের মাধ্যমে খাদ্য পানি ও জ্বালানির অপচয় হ্রাস করা।
- মৎস্যচাষে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুকি হ্রাস করার জন্য জলবায়ু সহনশীল প্রযুক্তি গ্রহণ করা।
- উদ্যোক্তাদের প্রযুক্তিগত জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি করে আধুনিক মৎসচাষ প্রযুক্তি ব্যবহারে সক্ষম করা।
- মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি, রোগব্যাধি হ্রাস এবং ব্যয় নিয়ন্ত্রনের মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের আয় বৃদ্ধি এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনা করা।

প্রকল্পের মোট উদ্যোক্তা/উপকারভোগী হবে ১০০০ জন মৎস্যচাষী। এছাড়া প্রকল্প হতে ২০ জন মৎস্যচাষ বিষয়ক সাধারণ সেবাপ্রদানকারীকে ঋণ প্রদানের মাধ্যমে সফল উদ্যোক্তা হিসাবে গড়ে তোলা হবে। যেন তাদের নিকট থেকে সাধারণ মৎস্যচাষীরা সেবা গ্রহণ করে লাভবান হতে পারে।

Youth Climate Catalysts (CLIMATE) Project

০১ জানুয়ারী, ২০২৬ ইং তারিখ এডুকো বাংলাদেশ এবং এসডিএস (শরীয়তপুর ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি) এর মধ্যে Resilient Youth Climate Catalysts From Vulnerability to Vitality- Youth Growing Stronger Future (CLIMATE) প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ১টি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। সমঝোতা স্মারক অনুযায়ী প্রকল্পটি শরীয়তপুর জেলার সদর উপজেলার ৭ টি ইউনিয়নে (চিকন্দী, ডোমসার, বিনোদপুর, মাহমুদপুর, চন্দ্রপুর, আঙ্গারিয়া ও চিতলিয়া) বাস্তবায়িত হবে। প্রকল্পটির বাস্তবায়ন সময়কাল ১ জানুয়ারি ২০২৬ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৮ সাল পর্যন্ত (৩ বছর)। প্রকল্পের মোট উপকারভোগীর সংখ্যা ৬০০০ জন।

প্রকল্পের লক্ষ্য: উপকূলীয় অঞ্চলের বাংলাদেশের কিশোর-কিশোরী ও যুবদের ক্ষমতায়ন করা। যাতে তারা জলবায়ু অভিযোজন কার্যক্রমে নেতৃত্ব দিতে পারে এবং কমিউনিটির সহনশীলতা (resilience) গড়ে তুলতে সক্ষম হয় ।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য: উপকূলীয় অঞ্চলের বাংলাদেশের কিশোর-কিশোরী ও যুবদের সহায়তা করা। যাতে তারা জলবায়ুবান্ধব ও পরিবেশ-স্মার্ট প্রকল্প, জীবিকা-ভিত্তিক কার্যক্রম এবং অ্যাডভোকেসি উদ্যোগ ও পরিকল্পনা গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন করতে পারে ।

প্রকল্পের ফলাফলসমূহ:

ফলাফল-১: কমপক্ষে ১০টি কিশোর ও যুব ক্লাবকে এমন দক্ষতা ও জ্ঞানে সক্ষম করা, যাতে তারা নিজ নিজ কমিউনিটিতে কার্যকরভাবে জলবায়ু সহনশীলতার জন্য উদ্যোগ, অ্যাডভোকেসি এবং বাস্তবায়ন কার্যক্রমে নেতৃত্ব দিতে পারে ।

ফলাফল-২: স্থানীয় জলবায়ু ঝুঁকি মোকাবেলায় ১০টি যুব-নেতৃত্বাধীন অভিযোজন/প্রশমন প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে যাতে তারা সফলভাবে বাস্তবায়নের মাধ্যমে জলবায়ু সহনশীলতা জোরদার করতে পারে ।

ফলাফল-৩: কমপক্ষে ১০টি লাভজনক, সম্প্রসারণযোগ্য এবং জলবায়ু-বান্ধব জীবিকাভিত্তিক উদ্যোগ গ্রহন করতে সহযোগীতা করা। যাতে এটি একটি সম্ভাবনাময় ধারাবাহিকতা (pipeline) তৈরি করে, যা ভবিষ্যৎ বিনিয়োগে আকর্ষণ করবে এবং টেকসই অর্থনৈতিক সুযোগ সৃষ্টি করবে ।

ফলাফল-৪: কিশোর-কিশোরী ও যুবদের অ্যাডভোকেসি দক্ষতায় সক্ষম করে তোলা। ফলে যাতে তারা জলবায়ু নীতিতে প্রভাব বিস্তারে সক্রিয় ভূমিকা রাখতে পারে ।

"Ashshash" প্রকল্পে উপকারভোগীদের মাঝে স্টার্ট-আপ সাপোর্ট

নতুন উদ্যোক্তাদের স্বাবলম্বী করতে এবং ব্যবসায়িক অগ্রগতিতে স্টার্ট-আপ সাপোর্ট হিসেবে কোয়েল পাখির ডিম থেকে বাচ্চা ফোটানোর আধুনিক ইনকিউবেটর বিতরণ। সারভাইভারদের অর্থনৈতিকভাবে স্বাধীন ও স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে এই প্রয়োজনীয় উপকরণটি হস্তান্তর করা হচ্ছে। এটি একটি সুন্দর এবং সফল ব্যবসায়িক যাত্রার সূচনা করতে এসডিএস-এর এই নিরলস সহযোগিতার এক অনন্য দৃষ্টান্ত।

"Ashshash" প্রকল্পের আওতায় মানব পাচার থেকে উদ্ধারপ্রাপ্ত নারী ও পুরুষদের জন্য আয়োজিত ১০ দিনব্যাপী উদ্যোক্তা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে। এই নিবিড় প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সারভাইভাররা ব্যবসায়িক খুঁটিনাটি শিখে সফল উদ্যোক্তা ও দক্ষ ব্যবসায়ী হিসেবে নিজেদের প্রস্তুত করছেন। এটি স্বনির্ভর ভবিষ্যতের লক্ষ্যে উইনরক ইন্টারন্যাশনাল ও এসডিএস (শরীয়তপুর ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি) এর প্রশংসনীয় উদ্যোগ।

১৮ জুলাই, ২০২৫ তারিখে এসডিএস (শরীয়তপুর ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি) কর্তৃক বাস্তবায়িত Ashshash প্রকল্পের আওতায় খোকন মোল্লা নামে একজন সারভাইভারকে উপকরণ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। সহায়তা হিসেবে তাকে একটি ওয়েলডিং মেশিন ও একটি গ্রাইন্ডিং মেশিন প্রদান করা হয়েছে। এই সহায়তার মাধ্যমে খোকন মোল্লা তার নিজস্ব পেশাভিত্তিক কার্যক্রম শুরু করতে সক্ষম হয়েছিলেন, যা তার আত্মকর্মসংস্থান নিশ্চিত করার পাশাপাশি স্বাবলম্বী জীবনের পথে অগ্রসর হতে সহায়তা করেছিল।

দাতা সংস্থা কর্তৃক আশ্বাস প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন

২০২৬ সালের এপ্রিল মাসে ASHSHASH প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম পরিদর্শন করেন দিপ্তা রক্ষিত, কান্ট্রি রিপ্রেজেন্টেটিভ বাংলাদেশ ও প্রকল্প পরিচালক আশ্বাস। Winrock International এই পরিদর্শনের মূল উদ্দেশ্য ছিল প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের অগ্রগতি মূল্যায়ন করা এবং মানব পাচার থেকে ফেরত আসা সারভাইভারদের জন্য মানসম্মত সেবা নিশ্চত করা। পরিদর্শনকালে তিনি প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের কর্মী, সংশ্লিষ্ট অংশীজন এবং সারভাইভারদের সাথে মতবিনিময় করেন এ সময় তিনি জীবিকা সহায়তা, সামাজিক সক্ষমতা পুন: একত্রিকরণ এবং সুরক্ষা সেবাসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করেন।

পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে প্রকল্পের অর্জনসমূহ যেমন সামনে আসে তেমনি বিদ্যমান চ্যালেঞ্জগুলো চিহ্নিত হয়। এতে প্রকল্পের উন্নয়ন ও ভবিষ্যত পরিকল্পনা আরো সুসংহত করার সুযোগ তৈরি হয়। এই পরিদর্শন সারভাইভার কেন্দ্রিক সেবাদান পদ্ধতির গুরুত্বকে আরও জোরদার করে এবং সেবা প্রদান ও আন্তঃসমন্বয় উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত দিক নির্দেশনা প্রদান করে। পরিদর্শন শেষে তিনি মাঠ পর্যায়ের টিমকে সারভাইভারদের মর্যাদা, নিরাপত্তা এবং অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার কাজে আরো নিবেদিতভাবে কাজ করার আহ্বান জানান।

যুবদের নেতৃত্বে জলবায়ু উদ্যোগ: এসডিএস-এর অগ্রযাত্রা

এসডিএস-এর উদ্যোগে লক্ষ্যভিত্তিক এলাকায় ১০টি কিশোর-কিশোরী ও যুব গ্রুপ গঠন পুনরায় সক্রিয় করা হয়েছে। এসব গ্রুপে ছেলে-মেয়েদের সমান অংশগ্রহণের পাশাপাশি স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি, শিক্ষক, ধর্মীয় নেতা ও জনপ্রতিনিধিদের সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করা হয়েছে। গ্রুপ সদস্যদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য জলবায়ু পরিবর্তন, পরিবেশ সংরক্ষণ, দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস (DRR) এবং শিশু অধিকার বিষয়ে ধারাবাহিক প্রশিক্ষণ ও ওরিয়েন্টেশন প্রদান করা হয়েছে। নিয়মিত দ্বিমাসিক সভার মাধ্যমে সদস্যরা স্থানীয় সমস্যা যেমন বন্যা ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিয়ে আলোচনা করে এবং সমাধানের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করে। এতে তাদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি ও নেতৃত্বের বিকাশ ঘটছে।

Adolescent and Youth (A&Y) গ্রুপগুলো নিজ নিজ এলাকায় অংশগ্রহনমুলক পরিবেশ মূল্যায়ন পরিচালনা করে জলবায়ু ঝুঁকি চিহ্নিত করেছে। বিভিন্ন উপকরন যেমন- ব্রাউন পেপার/ আর্ট পেপার, পেন্সীল, মার্কার, ফ্লিপ চার্ট ইত্যাদি ব্যবহার করে তারা বাস্তবভিত্তিক ঝুঁকি হ্রাস ও সহনশীলতা বৃদ্ধির কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। এই উদ্যোগগুলো স্থানীয় পর্যায়ে যুবদের নেতৃত্বে টেকসই পরিবর্তনের ভিত্তি তৈরি করেছে।

অংশগ্রহণকারীর মতামতঃ হুমায়রা আক্তার, সভাপতি, আঙ্গারিয়া বালিকা কিশোর-কিশোরী ও যুব ক্লাব, "এই কার্যক্রমের মাধ্যমে আমরা আমাদের এলাকার সমস্যাগুলো নতুনভাবে বুঝতে পেরেছি। এখন আমরা নিজেরাই উদ্যোগ নিয়ে সমাধানের চেষ্টা করছি।" এসডিএস-এর এই উদ্যোগ যুবদের শুধু সচেতনই করছে না, বরং তাদেরকে পরিবর্তনের অগ্রদূত হিসেবে গড়ে তুলছে-যারা ভবিষ্যতের জন্য একটি সহনশীল ও টেকসই সমাজ নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

৮ ই মার্চ, নারী দিবস উদযাপন

৮ ই মার্চ ২০২৬ তারিখে নারী দিবস উপলক্ষ্যে এসডিএস এর প্রধান কার্যালয় সকালে একটি বর্ণিল র‍্যালীর মাধ্যমে শুরু করা হয়। এতে SDS-এর কর্মী, কমিউনিটির সদস্য, স্থানীয় নেতৃবৃন্দ (ইমাম, নির্বাচিত ইউনিয়ন পরিষদ মেম্বার, গণ্যমান্য ব্যক্তি) এবং নারী অংশীজনরা অংশগ্রহণ করেন। তারা আন্তর্জাতিক নারী দিবসের প্রতিপাদ্য তুলে ধরে ব্যানার, প্ল্যাকার্ড ও ফেস্টুন বহন করেন। র‍্যালীটি এলাকার প্রধান সড়কগুলো প্রদক্ষিণ করে নারীর অধিকার ও ক্ষমতায়ন বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করে। বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মধ্যে সচেতনতা ছড়িয়ে দিতে একটি ভ্যান র‍্যালীরও আয়োজন করা হয়। ভ্যানটি নারীর ক্ষমতায়ন ও লিঙ্গ সমতার বার্তা সম্বলিত ব্যানার ও পোস্টার দিয়ে সজ্জিত ছিল। ভ্যানটি বিভিন্ন গ্রাম ও বাজার এলাকায় ঘুরে ঘুরে সাউন্ড সিস্টেমের মাধ্যমে সচেতনতামূলক বার্তা প্রচার করে।

জলবায়ুজনিত অ-অর্থনৈতিক ক্ষয়ক্ষতি বিষয়ে কর্মীদের সক্ষমতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট অ-অর্থনৈতিক ক্ষয়ক্ষতি (Non-Economic Loss and Damage-NELD) বিষয়ে কর্মীদের জ্ঞান, দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে একটি স্টাফ সক্ষমতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রশিক্ষণটিতে মোট অংশগ্রহণকারীর মধ্যে ৬০% পুরুষ ও ৪০% মহিলা অংশগ্রহণ করেছিল। প্রশিক্ষণটি একজন অভিজ্ঞ কনসালট্যান্টের কারিগরি সহায়তা ও সঞ্চালনায় পরিচালিত হয়। এ প্রশিক্ষণের আর্থিক সহায়তা প্রদান করে সিজেআরএফ (CJRF)। প্রশিক্ষণের মূল উদ্দেশ্য ছিল জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট অ-অর্থনৈতিক ক্ষয়ক্ষতির ধারণার বহুমাত্রিক প্রভাব এবং তা মোকাবিলায় প্রমাণভিত্তিক ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণে কর্মীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা। প্রশিক্ষণে জলবায়ুজনিত অ-অর্থনৈতিক ক্ষয়ক্ষতির বিভিন্ন দিক যেমন- সামাজিক সম্পর্কের অবক্ষয়, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ক্ষতি, মানসিক স্বাস্থ্যঝুঁকি, জীবনের নিরাপত্তাহীনতা, জীববৈচিত্রের ক্ষয় এবং মানবিক মর্যাদার ওপর নেতিবাচক প্রভাব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। পাশাপাশি মাঠপর্যায়ে এসব ক্ষয়ক্ষতি চিহ্নিতকরণ, তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ, নথিভুক্তকরণ এবং প্রমাণভিত্তিক অ্যাডভোকেসি কৌশল সম্পর্কেও ব্যবহারিক সেশন অনুষ্ঠিত হয়।

প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীরা NELD বিষয়ে ধারণাগত ও ব্যবহারিক জ্ঞান অর্জন করেন, যা ভবিষ্যতে প্রকল্প বাস্তবায়ন, গবেষণা, কমিউনিটি পর্যায়ে কার্যক্রম পরিচালনা এবং নীতিনির্ধারণী সংলাপে গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা রাখবে। অংশগ্রহণকারীরা প্রশিক্ষণ শেষে জলবায়ুজনিত অ-অর্থনৈতিক ক্ষয়ক্ষতি বিষয়ে আরও সংবেদনশীল, দক্ষ ও প্রমাণভিত্তিকভাবে কাজ করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। আয়োজকরা মনে করেন, এ ধরনের সক্ষমতা উন্নয়ন উদ্যোগ বিভিন্ন প্রকল্পের ও বিভিন্ন স্তরের কর্মীদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির পাশাপাশি জলবায়ু বিষয়ক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং জলবায়ু ঝুঁকিতে থাকা জনগোষ্ঠীর কণ্ঠস্বরকে আরও শক্তিশালী করতে কার্যকর ভূমিকা রাখবে। প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী সকলের পক্ষ থেকে CJRF কে ধন্যবাদ প্রদান করা হয়।

দাতা সংস্থা কর্তৃক AA-SRSP প্রকল্পে মাঠ কার্যক্রম তদারকি

মার্চ ২০২৬-এ AA-SRSP প্রকল্পের কার্যক্রম আরও জোরদার করতে মাহমুদুল হাসান, মনিটরিং অ্যাসিস্ট্যান্ট, United Nations World Food Programme (WFP), ফিল্ড অফিস খুলনা থেকে মাদারীপুর ও শরীয়তপুর জেলার ৫টি উপজেলার কার্যক্রম পরিদর্শন করেন।

তিনি মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রম নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করেন এবং তথ্য সংগ্রহকারী কর্তৃক অংশকারীদেরকে প্রশ্ন করার কৌশল সম্পর্কে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। এছাড়াও তিনি AA-SRSP&CRI প্রকল্পের পুরো টিমকে কার্যক্রম আরও কার্যকর ও ফলপ্রসূ করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ প্রদান করেন।

তথ্য ভিত্তিক পরিকল্পনা শক্তিশালী করতে AA-SRSP&CRI প্রকল্পের আওতায় মোট ৮২ জন তথ্য সংগ্রহকারীকে Kobo Toolbox ব্যবহার করে ডিজিটাল তথ্য সংগ্রহের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এর ফলে তথ্য সংগ্রহ প্রক্রিয়া আরও দ্রুত, নির্ভুল এবং বাস্তবসম্মত হয়েছে। এই উদ্যোগের অংশ হিসেবে ৩৮,৬০০টি পরিবারের তথ্য সংগ্রহের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়। এর মধ্যে মাত্র এক মাসেই প্রায় ১৯,৮০০টি পরিবারের তথ্য সংগ্রহ সম্পন্ন হয়েছে। যা মাঠপর্যায়ের সমন্বয়, স্বেচ্ছাসেবকদের সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং কমিউনিটির আস্থার একটি সুস্পষ্ট প্রতিফলন।

শিক্ষার আলো, বেদে পল্লিতে জ্বালো

শরীয়তপুর জেলার ডোমসার ইউনিয়নের কৃর্তিনাশা নদীর তীরঘেঁষা বেদের একটি স্থায়ী বসতি দীর্ঘদিন ধরে নানা সামাজিক ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জের মধ্যেও নতুন সম্ভাবনার পথে এগিয়ে যাচ্ছে। নদীর তীরে গড়ে ওঠা এই বসতিতে বর্তমানে প্রায় ১৭০টি পরিবারের বসবাস। এলাকাটি ২/৩ জন সর্দারের নেতৃত্বে পরিচালিত একটি সুসংগঠিত বেদে সম্প্রদায়। এখানকার অধিকাংশ পরিবারের নারী সদস্যরা জীবিকার তাগিদে বাড়ির বাইরে কাজ করেন। অন্যদিকে, কিছু পুরুষ বাড়িতে অবস্থান করেন, আবার অনেকে পেশাগত প্রয়োজনে বিভিন্ন স্থানে কাজের উদ্দেশ্যে চলে যান। কৃর্তিনাশা নদীর ঢেউ যেমন নিড়ন্তন বয়ে চলে, তেমনি এই জনগোষ্ঠীর জীবনও প্রতিনিয়ত সংগ্রাম ও পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে। একসময় এই এলাকায় শিক্ষার সুযোগ ছিল অত্যন্ত সীমিত। অনেক অভিভাবকই মনে করতেন, মেয়েদের পড়াশোনার প্রয়োজন তেমন নেই। এক নারী অভিভাবক জানান, "আমার দুটি মেয়ে আছে। স্কুলে পাঠানোর ইচ্ছা থাকলেও পারিনি, কারণ নদী পাড়ি দিয়ে প্রায় ১-১.৫ কিলোমিটার দূরের স্কুলে যাওয়া সম্ভব ছিল না।" এই বাস্তবতা বিবেচনায় নিয়ে এসডিএস (SDS) সম্প্রতি এলাকায় একটি বৈকালিক শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছে। ফলে শিশুদের জন্য শিক্ষা এখন অনেক বেশি সহজলভ্য হয়েছে। বর্তমানে কেন্দ্রটিতে ৩২ জন শিশু নিয়মিত শিক্ষা গ্রহণ করছে। কেন্দ্র পরিদর্শনের সময় শিশুদের উচ্ছ্বাস, শেখার আগ্রহ এবং নিয়মিত অংশগ্রহন ইতিবাচক পরিবর্তনের স্পষ্ট চিত্র তুলে ধরে।

শিশুদের পাশাপাশি অভিভাবকদের মনোভাবেও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এসেছে। সর্দারদের সঙ্গে আলোচনায় উঠে আসে যে, আগে যেখানে শিশুদের শিক্ষার বিষয়ে তেমন আগ্রহ ছিল না, এখন এসডিএস এর উদ্যোগে অনেক অভিভাবকই শিক্ষা সম্পর্কে সচেতন হয়েছেন। তারা উপলব্ধি করছেন যে, শিক্ষা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য উন্নত জীবনের অন্যতম ভিত্তি। এই উদ্যোগের ফলে বেদে পল্লির শিশুরা এখন নতুন উদ্যমে শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে। তাদের স্বপ্ন দেখার পরিধি যেমন প্রসারিত হয়েছে, তেমনি পরিবারের দৃষ্টিভঙ্গিতেও এসেছে ইতিবাচক পরিবর্তন। ধীরে ধীরে বেদের স্থায়ী বসবাসকারী পরিবারগুলো শিক্ষার আলোর পথে এগিয়ে যাচ্ছে যেখানে প্রতিটি শিশুর শিক্ষা গ্রহণের অধিকার বাস্তবে রুপ নিতে শুরু করেছে এবং একটি আলোকিত ভবিষ্যতের ভিত্তি নির্মিত হচ্ছে।

আলোর খোঁজে লামিয়ার মানসিক সংগ্রাম ও সুস্থ হয়ে ওঠার গল্প

লামিয়া সরব মল্লিকের কান্দি, কুন্ডেরচর, জাজিরার এক প্রাণবন্ত ১৪ বছরের কিশোরী। তার জন্ম নদীভাঙন শিকার একটি পরিবারে। তার পরিবারের জীবিকা চলে তার বাবা বিল্লাল বেপারীর কঠোর পরিশ্রমে। তিনি পেশায় একজন রাজমিস্ত্রি। দুই ভাই ও দুই বোনের মধ্যে লামিয়া দ্বিতীয়। তার মায়ের নাম আসমা কোম। কিন্তু তিন বছর আগে হঠাৎ করেই বদলে যায় লামিয়ার জীবন। একদিন সে বলেছিল, "আমার মাথা খুব ব্যথা করছে, আর খুব মাথা ঘুরছে।" প্রথমে পরিবার বিষয়টিকে তেমন গুরুত্ব মনে করেনি। কিন্তু ধীরে ধীরে লামিয়ার আচরণ বদলে যেতে থাকে। সে কথা বলতে ভয় পেত, মানুষের সঙ্গে মিশত না, এমনকি স্কুলে যাওয়াও বন্ধ করে দেয়। সারাদিন চুপচাপ ঘরের এক কোণে বসে থাকত, যেন তার মন এক গভীর অন্ধকারে হারিয়ে গেছে।

গ্রামের মানুষ তাকে নিয়ে নানা কথা বলতে শুরু করে। কেউ বলত, "ওর ওপর জিন-ভূতের আছর আছে," আবার কেউ বলত, "ও অশুভ ছায়া নিয়ে এসেছে।" এসব কথা লামিয়ার দরিদ্র পরিবারকে আরও ভেঙে দেয়। বাইরে থেকে হাসিমুখে থাকলেও, ভেতরে ভেতরে তার বাবা অসহায় যন্ত্রণায় ভুগছিলেন। একদিকে সংসারের কষ্ট, অন্যদিকে মেয়ের চিকিৎসার খরচ-সব মিলিয়ে পরিবারটি দিশেহারা হয়ে পড়ে। মা আসমা বেগম প্রায়ই কান্নায় ভেঙে পড়তেন। মেয়েকে সুস্থ করার পথ খুঁজে না পেয়ে তিনি ছিলেন অসহায়। কেউ বুঝতে পারেনি, লামিয়ার মনের ভেতর কত গভীর ক্ষত তৈরি হয়েছে।

ঠিক সেই সময় এসডিএস (শরীয়তপুর ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি) 'নন-ইকোনমিক লস অ্যান্ড ড্যামেজ স্পেশাল ইনিশিয়েটিভ' প্রকল্পের কাউন্সেলর লামিয়ার পাশে দাঁড়ায়। প্রথমে লামিয়ার মাকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়-কীভাবে ধৈর্য, ভালোবাসা ও সহানুভূতির সঙ্গে লামিয়ার সঙ্গে কথা বলতে হবে। এরপর প্রতি মাসে এসডিএস-এর একজন কাউন্সেলর লামিয়ার বাড়িতে এসে তার সঙ্গে ধীরে ধীরে কথা বলতে শুরু করেন। শুরুতে লামিয়া খুব লাজুক ছিল, মুখ ঢেকে থাকত, কিছু বলতে চাইত না। কিন্তু ধীরে ধীরে সেই আন্তরিকতা, যত্ন আর মমতা তাকে আবার আশার পথে ফিরিয়ে আনে। পাশাপাশি একটি স্বাস্থ্য ক্যাম্পের মাধ্যমে সে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা পায়। ধীরে ধীরে তার মাথাব্যথা ও মাথা ঘোরা কমতে শুরু করে।

এখন লামিয়া আবার আগের মতো স্বাভাবিক জীবনে ফিরেছে। সে আবারও স্কুলে ভর্তি হয়েছে এবং আনন্দ নিয়ে স্কুলে যাচ্ছে, বন্ধুদের সঙ্গে খেলাধুলা করছে, হেসে হেসে কথা বলছে। তার পরিবারে ফিরে এসেছে শান্তি। লামিয়ার মনের ভেতরের অন্ধকার ধীরে ধীরে মুছে গেছে। লামিয়ার এই গল্প শুধু একজন কিশোরীর সুস্থ হয়ে ওঠার গল্পই নয়, এটি আশা ফিরে পাওয়ার গল্প। এটি প্রমাণ করে-মানসিক কষ্ট যত গভীরই হোক না কেন, সঠিক সহায়তা, ভালোবাসা ও যত্ন পেলে মানুষ আবারও আলোর পথে ফিরতে পারে।

দারিদ্র পেরিয়ে স্বপ্নপূরণের পথে মুক্তা

মুক্তা আক্তার, বয়স ৩১ বছর, পিতাঃ আব্দুল মজিদ সরকার এবং মাতাঃ রোশোনা বেগম, মহিষার গ্রামে বসবাস করে। তিনি শৈশব থেকেই অত্যন্ত কষ্টকর জীবনযাপন করেন। মাত্র সাত বছর বয়সে এক মর্মান্তিক বিদ্যুৎস্পৃষ্ট দুর্ঘটনা তার জীবনকে গভীরভাবে বদলে দেয়, সেই দুর্ঘটনায় তিনি তার বাবা এবং বড় ভাইকে হারান। এই ঘটনার পর তার পরিবার চরম অর্থনৈতিক সংকটে পড়ে এবং আবাসন সমস্যার কারণে প্রথমে জুরাইনে ভাড়া বাসায় এবং পরবর্তীতে ভেদরগঞ্জে বসবাস করতে বাধ্য হয়। অর্থনৈতিক দুরবস্থার কারণে পরিবারটি খাদ্য ও শিক্ষাসহ মৌলিক চাহিদা পূরণে বড় ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়। পরবর্তীতে জীবিকার সন্ধানে তার পরিবার আবার ঢাকায় স্থানান্তরিত হয়। তার মা স্বল্প মজুরিতে গার্মেন্টসে কাজ করতেন এবং তার ভাই একটি গ্যারেজে কাজ করতেন। এত কষ্টের মধ্যেও মুক্তা পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন এবং স্বাবলম্বী হওয়ার স্বপ্ন দেখতেন। তবে পারিবারিক সংকট ও দারিদ্রতার কারণে তার শিক্ষাজীবন পরিকল্পনা অনুযায়ী সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি।

২১ বছর বয়সে মুক্তাকে পরিবারের সিদ্ধান্তে, তার সম্মতি ছাড়াই বিয়ে দেওয়া হয়। বিয়ের পর তিনি জানতে পারেন তার স্বামীর আগে থেকেই স্ত্রী ও সন্তান রয়েছে। সেই সংসারে তিনি একটি কন্যা সন্তানের মা হন। সন্তানের বয়স মাত্র তিন মাস থাকাকালীন সময়ে তার শ্বশুরবাড়ি থেকে যৌতুকের চাপ, নির্যাতন এবং পারিবারিক সহিংসতা শুরু হয়, যার ফলে শেষ পর্যন্ত তার বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে। চরম দারিদ্র্য ও সহায়তার অভাবে মুক্তা স্থানীয় দালালদের মাধ্যমে সৌদি আরবে গৃহকর্মীর কাজে যান। সেখানে তাকে গৃহবন্দি রাখা হয় এবং শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হতে হয়। তিনি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং যথাযথ চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত হন। পরবর্তীতে তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে তাকে বাংলাদেশে ফেরত পাঠানো হয়। দেশে ফেরার পর মুক্তা তীব্র সামাজিক চাপ, অবহেলা এবং মানসিক কষ্টের মুখোমুখি হন।

সমাজের নেতিবাচক আচরণ মুক্তার মানসিক অবস্থাকে আরও দুর্বল করে তোলে। তিনি সামাজিকভাবে বিচ্ছিন্ন ও অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল অবস্থায় পড়ে যান। পরবর্তীতে মুক্তা তার পরিবার ও স্থানীয়দের সহায়তার মাধ্যমে আশ্বাস প্রকল্প (অংযংযধংয চৎড়লবপঃ) থেকে মনোসামাজিক সহায়তা ও কাউন্সেলিং সেবা গ্রহন করেন। তিনি ১০ দিনের উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ (উউঞ) গ্রহন করেন, যা তার আত্মবিশ্বাস ও দক্ষতা পুনর্গঠনে গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা রাখে। সহায়তা ও পুনর্বাসন কার্যক্রমের মাধ্যমে মুক্তা ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা হিসেবে কাজ শুরু করেন এবং পাশাপাশি গবাদিপশু পালনও শুরু করেন। তিনি ঢাকার ইসলামপুর থেকে আনা পণ্য ও হস্তশিল্প ভেদরগঞ্জে বিক্রি করতে শুরু করেন। এটি তার অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতার পথে গুরুত্বপূর্ন পদক্ষেপ ছিল।

বর্তমানে মুক্তা শরীয়তপুর জেলার একজন স্বীকৃত লিডার সারভাইভার হিসেবে কাজ করছেন। তিনি বিদেশ ফেরত ভুক্তভোগীদের কাউন্সেলিং ও সহায়তা প্রদান, মানব পাচার প্রতিরোধ বিষয়ে কমিউনিটি সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা, উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ের প্রশিক্ষণ ও কর্মশালায় অংশগ্রহণ, ঝুঁকিপূর্ণ ব্যক্তিদের পুনর্বাসন কার্যক্রমে সহায়তা করেন। তিনি বিভিন্ন সচেতনতামূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রায় ৩০০-৩৫০ জন মানুষকে মানব পাচার বিষয়ে সচেতন করতে সক্ষম হয়েছেন।

মানব পাচার প্রতিরোধে সচেতনতামূলক কার্যক্রম ও "দুঃস্বপ্ন মুছে জীবন সংগ্রামে জয়ী নারী" ক্যাটাগরিতে অদম্য নারী পুরস্কার ২০২৫ পর্যায়ক্রমে উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে পুরস্কৃত হয়েছেন। মুক্তা বর্তমানে আর্থিকভাবে স্থিতিশীল এবং তার সন্তানের দায়িত্ব পালন করছেন। পূর্বের সামাজিক কুসংস্কার এখন অনেকাংশে দূর হয়েছে। তিনি এখন আত্মবিশ্বাসী এবং নেতৃত্বদানে সক্ষম। মুক্তা ভবিষ্যতে তার উদ্যোক্তা কার্যক্রম আরও সম্প্রসারণ করতে চান এবং প্রত্যাবর্তনকারী মানব পাচার ভুক্তভোগীদের জন্য দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা আয়োজনের পরিকল্পনা করেছেন। তিনি তার সন্তানদের শিক্ষার মাধ্যমে একটি ভালো ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করতে চান।

SICIP প্রকল্পের ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (জানুয়ারী-মার্চ ২০২৬)

EIM ট্রেডের প্রথম ব্যাচের ৩ জন গ্রাজুয়েটের কর্মসংস্থান ভিজিট করছেন SICIP-PKSF প্রকল্পের চীফ কো অর্ডিনেটর এবং এর সিনিয়র মহা ব্যবস্থাপক জনাব জিয়াউদ্দিন ইকবাল ।

বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রনালয়ের SDCUM এবং PKSF এর তত্ত্বাবধানে Skills for Industry Competitiveness and Innovation Program SICIP প্রকল্পটি পরিচালিত হচ্ছে। SICIP বিভিন্ন এসোসিয়েশনের সাথে প্রশিক্ষণ পরিচালনার জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়। তরুন-তরুনীদের ৩ মাস মেয়াদি ৩৬০ ঘন্টার দক্ষতা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ পরিচালনার ব্যবস্থা করে। PKSF আগস্ট ২০২৫ সালে প্রথম ধাপে ১০ টি নির্বাচিত প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান এর সাথে এই প্রশিক্ষণ পরিচালনার পরিচালনায় চুক্তিবদ্ধ হয়। প্রথম পর্যায়ের নির্বাচিত প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউটের মধ্যে এসডিএস টেকনিক্যাল ট্রেনিং ইন্সটিটিউট একটি। সেপ্টেম্বর ২০২৫ থেকে এই প্রকল্পের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম আরম্ভ হয়েছে। প্রকল্পটি ২০২৮ খ্রিঃ পর্যন্ত চলমান থাকবে। এই প্রকল্পের আওতায় এখানে ৪ টি ট্রেডে প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা হয়। ট্রেড গুলি যথাক্রমে ; ১) মোবাইল ফোন সার্ভিসিং ২) ইলেকট্রিক্যাল ইন্সটলেশন এন্ড মেইনটেনেন্স ৩) প্লাম্বিং এন্ড পাইপ ফিটিংস। ৪) ফ্যাশন গার্মেন্টস (নারীদের জন্য সংরক্ষিত) ।

এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য: প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ করে গড়ে তোলা এবং কর্ম সংস্থানে সহায়তা করা। প্রতিবেদনকালীন সময়ে SICIP প্রকল্পের আওতায় প্লাম্বিং এন্ড পাইপ ফিটিংস ট্রেড ব্যাচ ১ এর গ্রাজুয়েশন সমাপ্ত হয়েছে এবং ২য় ব্যাচ এর কার্যক্রম চলমান আছে। প্রথম ব্যাচে ভর্তি হওয়া ২৫ জনের সকলেই এসেসমেন্টের মাধ্যমে কম্পিটেন্ট হয়েছে এবং ১৮ জনের কর্মসংস্থান হয়েছে। মোবাইল ফোন সার্ভিসিং ব্যাচ নং ২ এবং ইলেকট্রিক্যাল ইন্সটলেশন এন্ড মেন্টেনেন্স ব্যাচ নং - ২ এর প্রশিক্ষণ কার্যক্রমও প্রতিবেদনকালীন সময়ে আরম্ভ হয়েছে যা এপ্রিল ২০২৬ মাসে সমাপ্ত হবে।। উভয় ব্যাচে ২৫ জন করে মোট ৫০ জন প্রশিক্ষণার্থী ভর্তি হয়েছে এবং প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান আছে।

এমআরএ-এমএফআই উচ্চশিক্ষা বৃত্তি প্রদান কর্মসূচি ২০২৬

শিক্ষা একটি জাতির উন্নয়ন ও অগ্রগতির অন্যতম প্রধান ভিত্তি। আর্থিক অসচ্ছলতা যেন কোনো মেধাবী শিক্ষার্থীর উচ্চশিক্ষার পথে বাধা হয়ে না দাঁড়ায়, সে লক্ষ্যকে সামনে রেখে এসডিএস ধারাবাহিকভাবে বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে "এমআরএ-এমএফআই উচ্চশিক্ষা বৃত্তি" কর্মসূচি। এরই ধারাবাহিকতায় ২০২৬ সালের নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের মাঝে বৃত্তির চেক বিতরণ উপলক্ষ্যে গত ২৭ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে এক আনুষ্ঠানিক ও অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

এসডিএস এর নিজস্ব তহবিল থেকে চলতি বছরে মোট ০৭ জন মেধাবী শিক্ষার্থীকে এই বৃত্তি প্রদান করা হয়। প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে ৩৬,০০০ টাকা করে সর্বমোট ২,৫২,০০০ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। বৃত্তিপ্রাপ্তদের মধ্যে ০২ জন মেডিকেল কলেজে এবং ০৫ জন দেশের বিভিন্ন স্বনামধন্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত। এই সহায়তা তাদের শিক্ষা ব্যয় নির্বাহে গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা রাখবে বলে সংশ্লিষ্টারা আশাবাদ ব্যক্ত করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন এসডিএস-এর নির্বাহী পরিচালক জনাব রাবেয়া বেগম। তিনি তার বক্তব্যে বলেন, মানবসম্পদ উন্নয়নে শিক্ষার বিকল্প নেই। শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে তিনি অধ্যবসায়, সততা ও দায়িত্ববোধের সঙ্গে শিক্ষা অর্জনের আহ্বান জানান এবং ভবিষ্যতে দেশ ও সমাজের কল্যাণে অবদান রাখার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব বিএম কামরুল হাসান (পরিচালক, এমএফ), জনাব অমলা দাস (উপ-পরিচালক, এইচআর) এবং জনাব কাজী মোঃ সাফওয়াত হোসাইন (উপ-পরিচালক, প্রকল্প)। বক্তারা তাদের বক্তব্যে উল্লেখ করেন, আর্থিক সীমাবদ্ধতা কোনো মেধাবী শিক্ষার্থীর স্বপ্নপূরণে অন্তরায় হতে পারে না এই বিশ্বাস থেকেই এসডিএস এ ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। তারা শিক্ষার্থীদের লক্ষ্যনিষ্ঠ ও পরিশ্রমী হওয়ার পরামর্শ দেন। বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীরাও অনুষ্ঠানে তাদের অনুভূতি প্রকাশ করেন। তারা এসডিএস-এর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেন, এই সহায়তা তাদের উচ্চশিক্ষা অর্জনের পথকে আরও সহজ ও অনুপ্রাণিত করবে। ভবিষ্যতে নিজ নিজ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হয়ে সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষের পাশে দাঁড়ানোর প্রত্যয়ও ব্যক্ত করেন তারা।

অনুষ্ঠানে এসডিএস-এর বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সার্বিকভাবে, "এমআরএ-এমএফআই উচ্চশিক্ষা বৃত্তি" কর্মসূচি শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষা নিশ্চিতকরণে একটি মানবিক ও কার্যকর উদ্যোগ হিসেবে প্রশংসিত হয়েছে। আয়োজকরা ভবিষ্যতেও এ ধরনের কল্যাণমুখী কার্যক্রম অব্যাহত রাখার আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

কার্প ফ্যাটেনিং পদ্ধতিতে সফল মৎস্য উদ্যোক্তারা

শরীয়তপুর জেলার ভেদরগঞ্জ উপজেলার সাজনপুর শাখার কমলা সমিতির সদস্য হোসনেয়ারা বেগম, জীবনের নানা প্রতিকূলতা পেরিয়ে আজ একজন সফল মৎস্য উদ্যোক্তা হিসেবে পরিচিত। স্বামী স্বপন খান কৃষিকাজের পাশাপাশি বিদেশে কর্মসংস্থানের মাধ্যমে পরিবারে স্বচ্ছলতা আনলেও স্থায়ী আয়ের উৎস্য ছিল না। দেশে ফিরে তিনি নিজস্ব ১২০ শতক জমি খনন করে মাছ চাষ শুরু করেন। প্রথমে প্রত্যাশিত ফল না পেলেও এসডিএস ও পিকেএসএফ স্পেশাল প্রোগ্রাম ডেভেলপমেন্ট (এগ্রিকালচার) এর সহযোগিতায় কার্প ফ্যাটেনিং পদ্ধতিতে মাছ চাষের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

এসডিএস তাকে ২.৫০ লক্ষ টাকার ঋণ, মাছের পোনা ও প্রয়োজনীয় উপকরণের ব্যবস্থা করেন। প্রশিক্ষণে শেখা আধুনিক পদ্ধতি ব্যবহার করে তিনি ১২০০টি কার্প জাতীয় মাছের পোনা মজুদ করেন এবং নিয়মিত পরিচর্যা, সম্পূরক খাদ্য ও এয়ারেটর ব্যবহারের মাধ্যমে উচ্চ উৎপাদন নিশ্চিত করেন। ফলশ্রুতিতে ৩০০০ কেজি মাছ ও পুকুর পাড়ের সবজি বিক্রি করে ৯.২০ লক্ষ টাকা আয় করেন, যার মধ্যে ৩.১০ লক্ষ টাকা ছিল নিট মুনাফা।

বর্তমানে হোসনেয়ারা বেগম ছয়টি পুকুরে মাছ চাষ করছেন এবং স্থানীয় অনেক চাষী তার সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে কার্পফ্যাটেনিং পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন। পরিশ্রম, আত্মবিশ্বাস ও এসডিএস এর সহায়তায় হোসনেয়ারা বেগমসহ শরীয়তপুর জেলার ভেদরগঞ্জ, সদর এবং জাজিরা উপজেলার প্রায় শতাধিক মৎস্য চাষি স্বাবলম্বী ও এলাকার অনুকরণীয় উদ্যোক্তায় পরিনত হয়েছেন।

কার্পফ্যাটেনিং প্রদর্শনী পুকুর থেকে আংশিক মাছ আহরণ

কুপ মডেল পদ্ধতিতে কমন দেশি মুরগি লালন পালনে জিয়াসমিনের আর্থিক স্বচ্ছলতা...

শরীয়তপুর জেলা সদর, সদর-২ শাখার আওতায় এসডিএস-এর শ্যাওলা মহিলা সমিতির সদস্য জিয়াসমিন আক্তার। স্বামীর সংসারে এসে মুদির দোকানের অল্প উপার্জন দিয়ে সংসার চালানো তার পক্ষে দিন দিন কঠিন থেকে কঠিনতর হয়ে ওঠে। ৩ সন্তানের জননী জিয়াসমিন আক্তারের এক মেয়ে উচ্চ মাধ্যমিক, এক ছেলে ৫ম শ্রেনী ও এক মেয়ে ২য় শ্রেণিতে পড়াশুনা করছে। ছেলে মেয়ের লেখা পড়া চালানো তার জন্য অনেক কষ্টকর হয়ে গিয়েছিল। জিয়াসমিন তার সংসারের বাড়তি আয় করার জন্য বিভিন্ন জনের সাথে পরামর্শ করতে থাকে। একদিন এসডিএস-এর শ্যাওলা মহিলা সমিতির মাঠ কর্মী জামাল ভাইর কাছে দেশি মুরগি পালন বিষয়ে অবগত হয়। সে মাঠ কর্মীর সহযোগীতায় এসডিএস-এর প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা জনাব ডাঃ রুবেল হোসেনের সাথে যোগাযোগ করে দেশি মুরগী পালন বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করে। তার অতি আগ্রহের কারেন পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এবং এসডিএস-এর সহযোগীতায় বাস্তবায়িত স্পেশাল প্রোগ্রাম-ডেভেলপমেন্ট (এগ্রিকালচার) এর আওতায় দেশি মুরগি পালনের উপর ২ দিনের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। প্রশিক্ষণ শেষে মাচা পদ্ধতিতে ঘর তৈরী করে এসডিএস-থেকে বিনা মূল্যে প্রাপ্ত ১০০ টি দেশি মুরগী পালন শুরু করেন। এসডিএস এর প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার প্রত্যক্ষ তত্বাবধানে ভ্যাকসিন, বায়োসিকিউরিটি, খাদ্য ব্যবস্থাপনা কঠোরভাবে মেনে চলেন। ১২ মাস পর তার সেই খামার হতে ৪৯ টি দেশি মোরগ বিক্রি করে ৪৪,১০০ টাকা ও ডিম বিক্রি করে ৬৭৫০০ টাকা মোট ১১১৬০০ টাকা আয় করেন যেখানে সে মুরগি লালন পালন বাবদ ৮০০০০ টাকা খরচ করেন। তার মোট লাভ হয় ৩১৬০০ টাকা। তার বর্তমানে ৩০০ টি দেশি মুরগির মধ্যে ৬০ টি দেশি মুরগি ডিমের আওতায় আসছে। বর্তমানে তার খামারে এসডিএস থেকে একটি ৮০০ ডিমর ক্যাপাসিটি সক্ষম ইনকিউবেটর মেশিন দেয়া হয়েছে। যা থেকে তিনি প্রতি সপ্তাহে ১৫০-২০০ করে মাসে ৭৫০-১০০০ পিচ দেশি মুরগির বাচ্চা উৎপাদন করে গ্রাহকদের কাছে বিক্রি করে ৪৫০০০-৬০০০০ টাকা আয় করতে সক্ষম হন। জিয়াসমিন জানান সকল খরচ বাদ দিয়ে তিনি মাসে ৩০০০০-৪০০০০ টাকা আয় করেন। সে এখন তার লাভের টাকা দিয়ে ছেলে মেয়ের লেখাপড়ার খরচে সহযোগীতা করতে পারেন। জিয়াসমিন আক্তারের দেশি মুরগীর খামার দেখতে এলাকা সহ দূরদূরান্ত হতে বিপুল সংখ্যক আগ্রহীরা আসেন এবং তার পরামর্শ নিয়ে অনেকে দেশি মুরগী পালন শুরু করেন। জিয়াসমিন জানান, দেশি মুরগির চাহিদা বাজারে প্রচুর পরিমানে রয়েছে । তার মুরগী ৫ মাসে ১-১.৫ কেজি ওজন হয়।

দেশি মুরগি লালন পালন

দেশি মুরগীর মৃত্যু হার (বড় মুরগী ২%-৫% এবং বাচ্চা মুরগী ৫%-১০%) নেই বললেই চলে এবং মুরগীর মাংস খেতে খুব সুস্বাদু। আগামীতে দেশি মুরগীর চাহিদা দিন দিন বাড়বে বলে তার ধারনা। সে তার খামারের পরিধি আরো বৃদ্ধি করার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন।

শরীয়তপুর জেলার সদর উপজেলায় এসডিএস ও পিকেএসএফ সহযোগীতায় জিয়াসমিনের মত আরো প্রায় ১৮ জন খামারী কুপ মডেল পদ্ধতিতে কমন দেশি মুরগি লালন পালন করে আর্থিক স্বচ্ছলতা অর্জন করেছেন।

মার্কেট লিংকেজ

এসডিএস ও পিকেএসএফ এর যৌথ অর্থায়নে এবং এসডিএস কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন স্পেশাল প্রোগ্রাম ডেভেলপমেন্ট (এগ্রিকালচার ক্রপ) প্রকল্পের আওতায় শরীয়তপুর জেলার জাজিরা উপজেলার লাউখোলা হাই স্কুলে ৩০ মার্চ তারিখে কৃষি উপকরণ সরবারহকারী এবং লীড ফার্মার্সদের সাথে একটি বাজার সংযোগ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভায় জাজিরা উপজেলার বীজ ও কীটনাশক বিক্রেতা, লীড ফার্মার, সবজি বিক্রেতা, নার্সারি হোল্ডার, ট্রাইকো-কম্পোস্ট সার উৎপাদনকারী কৃষক, জাজিরা উপজেলা উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তাবৃন্দ, এসডিএস গঙ্গানগর শাখার শাখা ববস্থাপক ও মাঠ কর্মকর্তা এবং প্রকল্পের কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান শুরুতে অংশগ্রহনকারীদের পরিচয় এবং সভার উদ্দেশ্য নিয়ে আলোচনা করেন প্রকল্পের কৃষি কর্মকর্তা মোঃ মোস্তফা কামাল। বর্তমান মৌসুমের ফসলের অবস্থা, উৎপাদন সমস্যা (বীজ,সার,সেচ, রোগ বালাই), আধুনিক প্রযুক্তি ও নতুন জাতের ব্যবহার, বীজ, সার, কীটনাশক, যন্ত্রপাতির সহজলভ্যতা, মান সম্পন্ন পণ্য সরবারহের নিশ্চতকরণ, সময় মত সরবারহের ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা হয়। এছাড়াও কৃষক এবং কৃষি উপকরণ সরবারহকারীদের সমস্যা কমানো, কৃষি পণ্যের ন্যায্যমূল্য, পাইকারি ও খুচরা বাজার পরিস্থিতি, মধ্যস্বত্বভোগীর সমস্যা কমানোর বিষয়েও আলোচনা করা হয়। জাজিরা উপজেলার উপ সহকারী কৃষি কর্মকর্তা ফসল সংরক্ষনের ব্যবস্থা,গুদামজাতের সুবিধা, সরকারি প্রণোদনা ও ভর্তুকি এবং পরিবহনের সহজ ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করেন। গঙ্গানগর শাখার ব্যবস্থাপক কৃষিঋণ সুবিধা সমূহ, সহজ কিস্তিতে কৃষি উপকরণ প্রদান এবং কৃষকের নিকট কৃষি উপকরণের সহজলভ্যতা নিয়ে আলোচনা করেন। প্রকল্পের কৃষি কর্মকর্তা কৃষকদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচী, নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন এবং জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় করনীয় বিষয়ে আলোচনা করেন। সভায় কৃষকদের মতামত গ্রহন, ,সরবারহকারীদের চ্যালেঞ্জ শোনা, যৌথ সমাধান পরিকল্পনা, নিয়মিত সমন্বয় সভা এবং উৎপাদন ও বাজার সম্প্রসারন পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করা হয়। পরিশেষে, ভালো মানের উপকরণ সরবারহ এবং কৃষি পণ্যের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করার পাশাপাশি কৃষকদের নিরাপদ সবজি উৎপাদন, আধুনিক চাষাবাদ প্রচলন এবং ভালো ফসলের উৎপাদন কৌশল ও বাজার লিংকেজ বৃদ্ধির বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়।

RAISE প্রকল্পের আওতায় ৬ মাস মেয়াদি শিক্ষানবিশ প্রশিক্ষণ সম্পন্ন

এসডিএস (শরীয়তপুর ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি) কর্তৃক বাস্তবায়িত PKSF এর আর্থিক সহযোগীতায় Recovery and Advancement of Informal Sector Employment (RAISE) প্রকল্পের অধীনে সুবিধাবঞ্চিত ও বেকার যুবকদের দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ১৬টি ট্রেডে (সেপ্টেম্বর ২০২৫ - ফেব্রুয়ারি ২০২৬) ৬ মাস মেয়াদি শিক্ষানবিশ ভিত্তিক হাতে কলমে কারিগরি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সফলভাবে পরিচালিত হয়েছে। এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তরুণ-তরুণীরা বাস্তবমুখী কারিগরি দক্ষতা অর্জন করে আত্মকর্মসংস্থান ও চাকরির বাজারে প্রবেশের সুযোগ পাচ্ছে।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিদর্শন করেন এসডিএস এর সম্মানিত পরিচালক জনাব বি এম কামরুল হাসান

প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে বিউটিফিকেশন, ওয়েল্ডিং, ইলেকট্রিক্যাল, টেইলারিং, মোটরসাইকেল সার্ভিসিং, ব্লক-বাটিক, মোবাইল সার্ভিসিংসহ বিভিন্ন চাহিদাসম্পন্ন ট্রেড অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রশিক্ষণার্থীরা অভিজ্ঞ Master Craftsperson (MCP)-দের তত্ত্বাবধানে ৩৯১ জন তরুণ-তরুণীর মধ্যে ১৫৯ জন নারী ও ২৩২ জন পুরুষ হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে বাস্তব কর্মপরিবেশে কাজের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। এর ফলে তারা শুধু কারিগরি দক্ষতাই অর্জন করেনি, বরং কর্মক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় আচরণগত ও জীবন দক্ষতাও উন্নত করেছে। প্রশিক্ষণ শেষে ১৮৭ জন শিক্ষানবিশ স্থানীয় বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান, ওয়ার্কশপ, বিউটি পার্লার, গার্মেন্টস ও ক্ষুদ্র ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে চাকরির সুযোগ পেয়েছে। অন্যদিকে ২১ প্রশিক্ষণার্থী নিজ উদ্যোগে ক্ষুদ্র ব্যবসা শুরু করে আত্মকর্মসংস্থানের পথ তৈরি করেছে। এতে তাদের পারিবারিক আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং পরিবার ও সমাজের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ইতিবাচক অবদান রাখছে। বিশেষ করে নারী প্রশিক্ষণার্থীদের অংশগ্রহণ নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। অনেক নারী প্রশিক্ষণার্থী বর্তমানে নিজস্ব উদ্যোগে কাজ করে আত্মনির্ভরশীল হয়ে উঠছে, যা পরিবার ও সমাজে তাদের মর্যাদা বৃদ্ধিতে সহায়ক হচ্ছে।

সমৃদ্ধি কর্মসূচির বিনামুল্যে ছানি আপারেশন

চাঁদপুর জেলার হাইমচর উপজেলায় এসডিএস এর বাস্তবায়িত এনরিচ প্রকল্পের মাধ্যম দরিদ্র্য রোগীদের বিনামূল্যে চোখের ছানি অপারেশন করা হয়। রিপোর্টিং কোয়ার্টারে অরবিস ইন্টারন্যাশনাল এবং পিকেএসএফ এর সহায়তায় বিশেষজ্ঞ চক্ষু ডাক্তার দ্বারা ৭৪ জন দরিদ্র্য রোগীদের বিনামূল্যে চোখের ছানি অপারেশন করা। পাশাপাশি সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত মেডিসিন, চিকিৎসা ও পরামর্শ সেবা অব্যহত রাখা হয়। যেসব রোগী চোখের ছানি অপারেশন করেছেন তাদের মধ্যে নবলক্ষী দাস, বয়স ৬২ বছর, স্বামী মৃত নকুল চন্দ্র বৈদ্য, গ্রামঃ পাড়া বগুলা, ইউনিয়ন চরভৈরবী উপজেলা- হাইমচর জেলা- চাঁদপুর। ২ ছেলে নাতি- নাতনি নিয়ে প্রায় ১২ জনের সংসার তার। নিজেদের জমি জায়গা বলতে কিছুই নেই শুধু বসত বাড়ী ছাড়া। পরিবারটি অত্যন্ত দরিদ্র, তার ছেলেরা দিন মজুরের কাজ করে সংসার চালান। নবলক্ষীর চোখে ছানি পড়া ছাড়াও চোখের অন্যান্য রোগ প্রায় ৩-৪ বছর যাবৎ। ছেলেদের পরিবারে চোখের ছানী নিয়েই তাকে গৃহস্থলির বিভিন্ন কাজে সহায়তা করতে হয়। তার ছেলেরা ২/৩ বার চিকিৎসকের কাছে নিয়েছে কিন্তু ছানি অপারেশনের খরচ তাদের বহন করা সম্ভব না হওয়ায় তারা মায়ের চোখের ছানি অপারেশন করতে পারেননি। এমতাবস্থায় এসডিএস এর সহযোগিতায় বিনামূল্যে নবলক্ষীর চোখের ছানী অপারেশন করা হয়। বর্তমানে তিনি ভালোভাবে চোখ দিয়ে দেখতে পাচ্ছেন এবং পরিবারের কাজে সহায়তা করছেন।

২০২৪ রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর সাংবিধানিক সংস্কারের জন্য ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ইং তারিখে জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট অনুষ্ঠিত হয় । বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের নিবন্ধিত সংস্থা হিসেবে এসডিএস (শরীয়তপুর ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি) গত ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখ অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন এবং গণভোটের একটি স্বাধীন পর্যবেক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। নির্বাচনে অন্তর্ভুক্তিমূলক অংশগ্রহণ, স্বচ্ছতা এবং সততা মূল্যায়ন করাই ছিল এই পর্যবেক্ষণের মূল লক্ষ্য। এসডিএস ঢাকা ও বরিশাল বিভাগের ৫টি জেলার মোট ১৬ সংসদীয় আসনে (ফরিদপুর ১, ২, ৩, ও ৪ নং, গোপালগঞ্জ ১, ২, ও ৩ নং, মাদারিপুর ১, ২, ও ৩ নং . শরীয়তপুর ১, ২, ও ৩ নং, বরিশাল ৩, ৪, ও ৬ নং) তার কার্যক্রম পরিচালনা করেন। এই ১৬ টি সংসদীয় আসনে ১২৯ জন প্রশিক্ষিত পর্যবেক্ষক নিয়োজিত ছিল। এই উদ্যোগটি অ্যালায়েন্স ফর ফেয়ার ইলেকশন অ্যান্ড ডেমোক্রেসি (AFED) এর সহযোগী সংস্থা-খান ফাউন্ডেশন, লাইট হাউস ও রুপান্তর-এর সাথে যৌথভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে।

অনলাইন ভিত্তিক প্রচারনা

এসডিএস-এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত What Girls Want Campaign এর আওতায় পরিচালিত বিভিন্ন কার্যক্রম জাতীয় ও স্থানীয় গণমাধ্যম, অনলাইন নিউজ পোর্টাল এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় আয়োজিত আন্তর্জাতিক নারী দিবস, ১৬ দিনব্যাপী জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা প্রতিরোধ কার্যক্রম, সংলাপ সভা, প্রেস ব্রিফিং ও প্রেস রিলিজসহ বিভিন্ন উদ্যোগ গণমাধ্যমে গুরুত্বের সঙ্গে প্রকাশিত হয়।

এসব প্রচারণায় বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ, কিশোরী অধিকার, লিঙ্গ সমতা এবং মেয়েদের শিক্ষার গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে। পাশাপাশি কিশোরী ও তরুনদের অভিজ্ঞতা, স্থানীয় অংশীজনের সম্পৃক্ততা এবং যৌথ উদ্যোগের ইতিবাচক প্রভাবও উপস্থাপিত হয়েছে, যা জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং সামাজিক পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

অফিশিয়াল Media Reach তথ্য অনুযায়ী, এ প্রচারণার মাধ্যমে প্রায় ৪ লক্ষ ৫০ হাজার মানুষের কাছে ক্যাম্পেইনের বার্তা পৌঁছেছে। গার্লস নট ব্রাইড বাংলাদেশ (GNB Bangladesh) নেটওয়ার্কের অর্থায়নে বাস্তবায়িত এই উদ্যোগ বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে জনসম্পৃক্ততা বৃদ্ধি এবং কিশোরী অধিকার প্রতিষ্ঠায় একটি কার্যকর অ্যাডভোকেসি প্ল্যাটফর্ম হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে।

গ্যালারী

International Women's Day
Rights. Justice. Action.
For ALL Women and Girls.
International Women's Day

What Girls Want Campaign
ডিজিটাল সাইবার বুলিং নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে স্থানীয় অংশীজনদের নিয়ে সংলাপ আয়োজন
স্থান: আবু তালেব মাস্টার হাই স্কুল, শরীয়তপুর
তারিখ:২৫/০২/২০২৬ ইং
সহযোগিতায়: এসডিএস (শরীয়তপুর ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি)
অর্থায়নে: GNB (Girls Not Brides Bangladesh)
Save the Children

“হারানো সহযোদ্ধা”

নাসরিন আক্তার
ফিল্ড অফিসার
বালারবাজার ব্যাঞ্চ, শরীয়তপুর।
আইডি নম্বরঃ ২৬৩৩
মৃত্যু তারিখঃ ০১ ফেব্রুয়ারী ২০২৬

শফিকুল ইসলাম
এরিয়া ম্যানেজার
ভাংগা, ফরিদপুর।
আইডি নম্বরঃ ৩০৯৫
মৃত্যু তারিখঃ ১১ ফেব্রুয়ারী ২০২৬

সুমন সরদার
ফিল্ড অফিসার
রাজৈর ব্র্যাঞ্চ, মাদারীপুর।
আইডি নম্বরঃ ২৫৮৬
মৃত্যু তারিখঃ ০৪ জানুয়ারী ২০২৬

গভীর শোক ও ভারাক্রান্ত হৃদয়ে জানানো যাচ্ছে যে, এসডিএস (শরীয়তপুর ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি) পরিবার আমাদের তিনজন প্রিয় সহকর্মী- নাসরিন আক্তার (ফিল্ড অফিসার), বালারবাজার ব্রাঞ্চ, শরীয়তপুর। শফিকুল ইসলাম, এরিয়া ম্যানেজার, ভাংগা, ফরিদপুর এবং সুমন সরদার, ফিল্ড অফিসার, রাজৈর ব্র্যাঞ্চ, মাদারীপুর এর অকাল প্রয়াণে গভীরভাবে শোকাহত।

তাঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন অত্যন্ত দায়িত্বশীল, নিষ্ঠাবান ও কর্মনিষ্ঠ ব্যক্তি, যাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রম, পেশাদারিত্ব এবং মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠানের অগ্রযাত্রায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। সহকর্মী হিসেবে তাঁদের আন্তরিকতা, সহযোগিতাপূর্ণ মনোভাব এবং কর্মদক্ষতা আমাদের সবার কাছে অনুকরণীয় হয়ে থাকবে। তাঁদের এই অকাল প্রয়াণ এসডিএস পরিবারের জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতি। তাঁদের অবদান ও স্মৃতি আমাদের কাজের অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবে এবং প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের প্রতিটি ধাপে আমরা তাঁদের গভীরভাবে অনুভব করব।

আমরা মহান আল্লাহর নিকট তাঁদের রূহের মাগফিরাত কামনা করছি। আল্লাহ যেন তাঁদের জান্নাতুল ফেরদৌস নসিব করেন এবং শোক সন্তপ্ত পরিবারবর্গকে এই কঠিন সময়ে ধৈর্য ও শক্তি দান করেন, আমিন।

Ongoing Projects

SL	Project name	Duration	Donor
1	Non-Economic Loss and Damage Special Initiative (NELD)	Jan 2025 To Apr 2026	CJRF
2	ASHSHASH-For Men and Women Who Have Escaped Trafficking	Nov 2023 To Jan 2027	Winrock International
3	Anticipatory Action- Shock Responsive Social Protection & Climate Risk Insurance (AA-SRSP & CRI)	Jan 2026 To Dec 2026	WFP
4	Youth Climate Catalyst - From Vulnerability to Vitality - Youth Growing Stronger Future.	Jan 2026 To Dec 2028	EDUCO
5	Children & Youth Leading Inclusive Movements for Adaptation, Transformation & Environmental Resilience (CLIMATE)	Jan 2026 To Dec 2028	Barnfonden
6	Recovery and Advancement of Informal Sector Employment(RAISE)	July 2022 To Jun 2026	PKSF
7	Sustainable Microenterprise and Resilient Transformation (SMART) Project	Feb 2026 To Jun 2028	PKSF
8	Special Program - Development (Agriculture), Crop	July 2025 To Jun 2026	PKSF
9	Special program Development (Agriculture), Sector (Fisheries)	July 2025 To Jun 2026	PKSF
10	Special Program-Development (Agriculture), Livestock Unit	July 2025 To Jun 2026	PKSF
11	Enhancing Resources and Increasing Capacities of poor Households Towards Elimination of their Poverty (ENRICH)	Jul 2025 to Jun 2026	PKSF
12	Skills for Industry Competitiveness and Innovation Program (SICIP)	Jan 2025 To Dec 2028	PKSF

Funding partner

Global affiliation

Co-Chair (CANSA Board)
Country Focal GNDR

National affiliation

Co-Chair NAHAB

মতামত দিন,
পরিবর্তনে অংশ নিন

আপনার যে কোনো জিজ্ঞাসা,
মতামত বা পরামর্শে যোগাযোগ করুন

কাজী মোঃ সাফওয়াত হোসেন
উপ-পরিচালক প্রোগ্রাম
এসডিএস (শরীয়তপুর ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি)
dd.program@sdsbd.org

"একসাথে এগিয়ে চলি, একসাথে গড়ি উন্নয়নের গল্প"

এসডিএস (শরীয়তপুর ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি)

প্রধান কার্যালয়: সদর রোড, শরীয়তপুর-৮০০০, বাংলাদেশ।

ঢাকা অফিস: বাড়ী নং-১২৭৬, রোড নং-১০, অ্যাভিনিউ নং-২, মিরপুর ডিওএইচএস, ঢাকা।